দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP. 1 4 1999
পৃষ্ঠা 12 কলাম 6

14

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ কিছু প্রস্তাব

শাহ আবদুল হান্নান

উনবিংশ শতাব্দীতে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে কওমী মাদ্রাসা এ উপমহাদেশে ছড়িয়ে যায়। তারপর থেকে এ পদ্ধতির মাদ্রাসাসমূহের ব্যাপক কোন সংস্কার হয়নি। এ পদ্ধতির মাদ্রাসা থেকে যারা পাস করেন তারা সাধারণত অন্যান্য মাদ্রাসায় কাজ করেন বা মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, প্রশাসন-এ তাদের সাধারণত কোন স্থান হয় না, হলেও তা খুবই কম।

অথচ দেশ ও ইসলামের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন যে, মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্ররা যেন সমাজের সর্বস্তরের প্রয়োজন মিটাতে পারে। তারা যেন ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক ছাড়াও ব্যাংকার, প্রশাসক ও অর্থনীতিবিদ হতে পারেন।

অধিকাংশ বড় মাদ্রাসাকে জামেয়া বলা হয়। জামেয়া অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এখানে সব প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া Administrition. মাদ্রাসায় সম্ভবত বর্তমানে ৪টি বিষয়ে দাওরা আছে। তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ও আদব। সব বিষয়ে দাওরা খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু দু'টি নতুন বিষয়ে দাওরা খোলা সম্ভব হলেও এর ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা প্রশাসনে যেতে পারবে এবং গোটা জাতির ইসলামীকরণে ভূমিকা রাখতে পারবে। ইতোমধ্যে, Islamic Economics বা ইসলামী অর্থনীতি একটি নতুন অর্থ বিজ্ঞান-এ পরিণত হয়েছে। Pullic Administrition-এও অনেক কাজ হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি কওমী মাদ্রাসাসমূহে দু'টি নতুন দাওরা খোলার প্রস্তাব করছি। এর ফলে নীচের ক্লাসসমূহে কোর্স পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কওমী মাদ্রাসায় একাদশ, দ্বাদশ ক্লাসে অর্থনীতি Pullic Administrition-এর দু'টি পত্র যোগ করতে হবে। যে কেউ যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে। মাদ্রাসা সিস্টেমের বিএ পর্যায়ে অর্থনীতি পাবলিক হয়। এ প্রেক্ষিতে আমরা যদি বর্তমানে যে দাওরা ডিগ্রীসমূহ আছে তার সাথে আর মাত্র দু'টি দাওরা কোর্স সব জামেয়ায় খুলতে পারি, তাহলে মাদ্রাসার ছাত্ররা যে কোন স্থানে প্রশাসক হতে পারবে এবং সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হতে পারবে। বিষয় দু'টি হচ্ছে অর্থনীতি (ইকতিসাদ) এবং 'গণপ্রশাসন', বা Pullic এডমিনিস্ট্রেশন-এর দু'টি করে পত্র থাকবে, য়া ঐচ্ছিক হবে। দু'টি বিষয় একত্রে নেয়া যাবে না। যারা এ পর্যায়ে অর্থনীতি বা পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন নেবেন কেবল তারাই দাওরা পর্যায়ে এসব বিষয় পড়তে পারবেন। আর যে কয়টি পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা হচ্ছে আরবি ভাষা শিক্ষা আরও শক্তিশালী করা। বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যাতে মাদ্রাসার ছাত্ররা বাংলা ভাষায় প্রখ্যাত লেখক হতে পারে। ইংরেজী ভাষাতেও উপযুক্তভাবে সবপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে তারা কেবল জাতীয় পর্যায়ে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ও ইসলামের খেদমত করতে পারবে। এছাড়া খুব ভাল হবে যদি তাদের তাফসির, হাদিস এবং ফিকাহ দাওরা কোর্সে আধুনিককালে যেসব তাফসির, হাদিস ও ফিকাহর মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাদের সব কোর্স পর্যালোচনা বা রিভিও করা প্রয়োজন। পুরোনো কিছু বই বাদ দিয়ে নতুন কিছু বই অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। তাহলে তাদের কোর্সসমূহ এ যুগে ইসলাম ও সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।